ঢেউ

স্বনামধন্য, ঋষিকল্প—

ডাঃ পি, সি, রায়,

ডি, এস সি ; পি এইচ, ডি ; সি, আই, ই ;

মহোদয় লিখিত ভূমিকা।



শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।



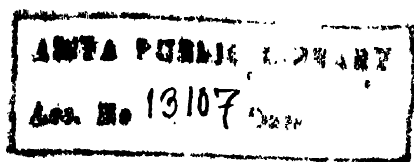
প্রকাশক--

শ্রীপ্রহলাদচন্দ্র ... পাধ্যায় বি, এ,

মল্লিকপুর হিন্দু লাইব্রেরী, যশোহর।



আট আনা।



কলিকাতা ২০ নং পটুয়াটোলা লেন, বিজয়া প্রেসে—
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ—

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পিতৃ-দেব শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

প্রণত সেবক—

জলধর।

ভূমিকা।

কাব্যের হিসাবে এই ক্ষুদ্র কবিতাসমষ্টি কোন্ স্থান অধিকার করিবে সে বিচার কবি ও সমালোচকগণ করিবেন। কিন্তু এই নবীন কবির প্রথম লেখনীসম্পাতে এমন কতকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছে যাহার ভাষার প্রাঞ্জলতা, ছন্দের অব্যাহতগতি, ও ভাবের মাধুর্য্য একেবারে আমাদের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত না করিয়া যায় না। এমন হৃদয়গ্রাহী ভাবপূর্ণ কবিতানিচয় যে কবির লেখনী হইতে প্রসূত সে কবি প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। যদিও ইহার অধিকাংশ ছন্দ আধুনিক কবিদিগের প্রচলিত নূতন ছন্দের অনুরূপ, তথাপি তাহার স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও অবাধগতি এই নবীন কবির ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় দেয়। ভাবের মহত্ত্ব যেন ছন্দের স্পন্দনের সহিত পদে পদে হৃদয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকে; এই জন্যই বোধ হয় ছন্দের মাধুর্য্য অনেক সময় কবিতার উৎকর্ষতার কারণ হয়। কবি স্থানে স্থানে নূতন ছন্দ রচনার প্রয়াস করিয়াছেন ও তাহাতে অধিকাংশ স্থলে সফলও হইয়াছেন। তাঁহার এই মৌলিকতা উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি কবিতায় এই তরুণ কবির উদ্দাম ভাবের কিছু কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কবির নবীন বয়স ও কবিতা রচনার প্রথম প্রয়াস প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখিলে বিশেষ দোষার্হ বলিয়া বোধ হইবে না। আশা করি নবীন কবির এই প্রথম রচনা জনসমাজে আদৃত হইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমার কর্ম্মক্ষেত্র কাব্যজগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত; সুতরাং কাব্য বিষয়ে মতামত দেওয়া আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কাব্য জাতিনির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই আনন্দ প্রদান করে সে বিষয়ে আপনাপন মতামত প্রকাশ করা আশা করি অসঙ্গত হইবে না।

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ ১৩২২ সাল।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

সংগ্রাহকের নিবেদন

ও

সূচী।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহাই কবির প্রথম অবতরণ। কিন্তু মাসিক পত্রিকার ঘন-ঘটাপূর্ণ আকাশে সাহিত্যামোদিগণ বোধ হয় মাঝে মাঝে 'জলধর' কবিকে উঁকি দিতে দেখিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ কবিতাগুলি ভারতবর্ষ, বিজয়া মানসী, প্রীতি, জাহ্নবী, ও পল্লীচিত্রে কদাচিৎ অতি ধীর এবং মন্থর গতিতে স্বপ্রকাশ করিয়াছে। ঢেউয়ের মধ্যে কবির অতি শৈশবের কয়টী রচনা ছাড়িয়া দিয়াছি,—ভাবের সারল্য এবং ভাষার অপরিপক্কতাই পাঠকের নিকট তাহাদের পরিচয় দিয়া দিবে।

কয়েকজন সাহিত্যিক এবং ডাঃ পি, সি, রায় মহাশয় কবিতাগুলির ভাব ও ভাষার মৌলিকতা, এবং রচনায় চেষ্টাপরিশূন্য সহজ গতিদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। "ভারতবর্ষের" খ্যাতনামা জলধর সেন মহাশয় ইহার কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়া স্বয়ং কবিকে বলিয়াছিলেন—"এরূপ একটী কবিতা লিখিতে পারিলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।" ইহা অপেক্ষা তরুণ কবিকে উৎসাহ-দান আর কি হইতে পারে?

বোধ-সৌকর্য্যার্থে, সূচীপত্রে কতকগুলি কবিতার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম—নতুবা ঐ কবিতাগুলির খাঁটি প্রসঙ্গ নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

পরিশেষে ভগবানের নিকট কবির ভবিষ্যৎ কামনা করিয়া সাধারণ সমালোচনার মধ্যে পুস্তকখানির অবস্থা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

ইতি— শ্রীপ্রমথভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সূচী।

সংগ্রাহকের নিবেদন

ও

সূচী।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহাই কবির প্রথম অবতরণ। কিন্তু মাসিক পত্রিকার ঘন-ঘটাপূর্ণ আকাশে সাহিত্যামোদিগণ বোধ হয় মাঝে মাঝে 'জলধর' কবিকে উঁকি দিতে দেখিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ কবিতাগুলি ভারতবর্ষ, বিজয়া মানসী, প্রীতি, জাহ্নবী, ও পল্লীচিত্রে কদাচিৎ অতি ধীর এবং মন্থর গতিতে স্বপ্রকাশ করিয়াছে। ঢেউয়ের মধ্যে কবির অতি শৈশবের কয়টী রচনা ছাড়িয়া দিয়াছি,—ভাবের সারল্য এবং ভাষার অপরিপক্কতাই পাঠকের নিকট তাহাদের পরিচয় দিয়া দিবে।

কয়েকজন সাহিত্যিক এবং ডাঃ পি, সি, রায় মহাশয় কবিতাগুলির ভাব ও ভাষার মৌলিকতা, এবং রচনায় চেষ্টাপারিশূন্য সহজ গতিদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। "ভারতবর্ষের" খ্যাতনামা জলধর সেন মহাশয় ইহার কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়া স্বয়ং কবিকে বলিয়াছিলেন— "এরূপ একটী কবিতা লিখিতে পারিলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।" ইহা অপেক্ষা তরুণ কবিকে উৎসাহ-দান আর কি হইতে পারে?

বোধ-সৌকর্য্যার্থে, সূচীপত্রে কতকগুলি কবিতার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম—নতুবা ঐ কবিতাগুলির খাঁটি প্রসঙ্গ নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

পরিশেষে ভগবানের নিকট কবির ভবিষ্যৎ কামনা করিয়া সাধারণ সমালোচনার মধ্যে পুস্তকখানির অবস্থা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

ইতি— শ্রীপ্রমথভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সূচী

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৌকাডুবি' পাঠে—বাল্যে একদিন কবি 'আহার নিদ্রা ভুলিয়া' যান ; সন্ধ্যাকালে অনুশোচনা করিয়া এই কবিতাটী লিখিত।

—কবি, আই, এ, 'ফেল' করিলে অত্যধিক কাব্যালোচনাই উহার কারণ নির্দ্দেশ করা হয়। অত্যন্ত অভিভূত অবস্থায় লিখিত।

এই কবিতাটীতে কবি 'চন্দ্রদেব' অর্থে 'অংশুমালী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

পাঠ্যপুস্তকে অমনোযোগী হইয়া কবি কিরূপভাবে 'কাব্যমৃত্যু' লিখিয়া অনুতাপ করেন—ইহা তা'রই প্রমাণ।

—'দে মা অভয় পদ' প্রভৃতি গান শুনিয়া লিখিত। কবি স্বয়ং

ছোট ছোট 'ঢেউ'গুলি,
লোক-লাজ-ভীতি ভুলি'
—ছুটে গেছে প্রাণারাম বেলাভূমি কোলে,
সে তাহারে বুকে করি,'
আদর-সোহাগে ভরি'—
দেছে প্রাণ, ভেঙ্গে চির-ভীতি কলরোলে।

ঢেউ।

সূর্য্য যখন লাল বসনে সুদূর মাঠের গায়,
শালিক চড়ুই আধার মুখে বাসার পানে ধায়,
আঁধার যখন বাগান থেকে উঁকি ঝুঁকি মারে,
শ্রান্ত মনে ব'সেছিনু কোন নদীর ধারে।
সন্ধ্যাকাশের রাঙা মেঘের রক্ত ছটার কোলে,
ঢেউগুলি তা'র নেচে নেচে একশো মাথা তোলে।
তা' দেখে হায়! লজ্জা ক'রে ব'লবো কিসে কথা
ক্ষুদ্র কবির ব্যাকুল প্রাণে হাজার ঢেউয়ের মাথা—
এই ওঠে—এই ঘুরে পড়ে—এটা ওটার গায়,
তুফান সেজে, কোমর বেঁধে আকাশ ছুঁতে চায়।
নাই ক' তাদের শৃঙ্খলাটা কেমন-কি-এক ভাবে
একাই যেন নেচে গেয়ে বিশ্বটাকে ছা'বে!

আর—

ঐ দেখ, ঐ কূলের পারে সামা দিয়ে গাঁথা,
প্রণাম যেন করছে কা'কে হাজার ঢেউয়ের মাথা।
আমার প্রাণের ঢেউয়ের পায়ে নাই ক' তালের লেশ,
ওদের কিন্তু তাল কাটে না গানটাও গায় বেশ।
আমার প্রাণের ঢেউয়ের গান বেসুর বড় লাগে,
ওদের গানে অজানা কোন কণ্ঠ যেন জাগে।

ওলো, স্রোতস্বিনী গরবিনী মন্দাকিনীর মেয়ে!
সন্ধ্যাবেলা দিক্ ডুবালে কা'র গানটা গেয়ে?
ঢেউগুলি সব গুছিয়ে যবে যাবে নদীর পার,
ধরিয়ে দিও সুরটা তব, কণ্ঠে অভাগার।

কবি ও কল্পনা।

পনচ বরষ বয়স তখন,
নহে বেশী এক চুল,
শারদ উষায় শেফালি তলায়
গেছিনু তুলিতে ফুল।
জগৎ তখনো ঘুমিয়ে রয়,
কোন পাখী কোনো কথা না কয়;
তখনো আকাশে চাঁদ ভেসে ভেসে
বিদায়ের পালা গায়,
ক্লান্ত মলিন জ্যোছনা কিরণ
গাছে গাছে মুরছায়।
'টুপ্-টাপ্-টুপ্' যেনরে কে ওই
করিছে পুষ্প বৃষ্টি—

চারি দিকে চাই কা' রো দেখা নাই॰॰
শঙ্কিত মম দৃষ্টি !
কই—কে কোথায় ? জগৎ ঘুমায়—
সাজি ভরি' ঢালে কে আমার গায়
শেফালির ঝরা ফুল ?
পনচ বরষ বয়স তখন
নহে বেশী এক চুল।
ভয়ে কচি প্রাণ উঠিল কেঁপে,
ছোটে জলধারা কপোল ব্যেপে,
—যাই কোথা কার কাছে ;
রাশি রাশি ফুল হাসিয়া আকুল
কে আসে শেফালি গাছে ?
সহসা ঠেকিল চক্ষে আমার,
স্নিগ্ধ কাহার অঞ্চল ভার,
চমকি' দেখিনু চেয়ে ;—
জ্যোছনা বরণ গোলাপী বসন
ফুট্ ফুটে কচি মেয়ে !
কোথাও দেখিনি সুন্দর অত
ফুট্‌ফুটে কচি মেয়েটার মত—
মুখখানি ভরা হাসি ;
ফুলের সুষমা নহে সে উপমা
—চাঁদিমা জ্যোছনারাশি।

ধীরে সে বালিকা, গলাটী ধরি'
কহে কথা কানে কানে—
"তুমি 'কবি'—আমি 'কল্পনা দাসী'
—কেহ জেন নাহি জানে !
ভুলনা, ভুলনা, ভুলনা আমায়
চির দিন মনে রেখো,
মনে পড়ে যবে • নয়ন মুদিয়া
নিরজনে বসে ডেকো।
মুগ্ধ নয়নে শুধু চেয়ে রই,
সাধ হয় তারে দুটী কথা কই,
কহিব কি যাই ভুলি' ;
যখনি সে তার, নয়নে আমার,
চাহিল নয়ন তুলি'।



সুন্দর ও কালো।

(কালো'র খেদ)

সুন্দর তুমি,—
রূপটা তোমার শতেক দৃষ্টি-ঘেরা,
কাঁচা সোণার বর্ণ তোমার—
চোখটা পটল-চেরা,
ভণ্ড-প্রেমিক গণ্ড দু'টা
ধূর্ত্ত শঠের সেবা,
ব্যর্থ আশার জ্বালার ভেতর ডোবা ;
—শোন কথা মোর
রাখ্ ঢেকে তোর—
তিক্ত, কঠোর শোভা।
কুৎসিৎ আমি,—
বর্ণ আমার 'স্লেটে'র মতন কালো—
নাক, চোখ, মুখ, কর্ণ আমার
একটাও নয় ভালো,
সবাই আমার নিন্দা লয়ে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালো—

ফিরে মরা—প্রাণের ভাঙ্গা-কুঁড়ে,
—তৃপ্ত বুকে
মরব সুখে—
মাঝখানে তার পুড়ে!
কিন্তু—
তুমিই যা'দের প্রিয় প্রাণের
তোমার যারা 'প্রিয়'
শেষের দিনের আঁধার রাতে,
সঙ্গে তাদের নিয়ো—
ভেদ-ঘুচানো মৃত্যু-কোলে
র'ব তোমায় ঘেঁসি,
দেখ্‌বে তা'রা বর্ণ কাহার—
উজল কতই বেশী!

বুদ্ধ ও আমি।

একলা ব'সে আপন মনে বিশ্ব-মানব-সাগর পারে,
গন্ধ-ভরা, কুসুম-পরা, আকাশ-মেশা, ঝোঁপের ধারে,
যশোধারার অশ্রুধারার বাঁধন-ছেড়া পাগল প্রাণ!
গাইছ এ কোন আত্ম-হারা গভীর প্রেমের নীরব গান?

দূর গগনে শূণ্য তব দৃষ্টি কতই মধুর আহা !
কোথায় খোঁজো পরমযোগি ! মানব প্রাণের শান্তি যাহা ?
নাই কি তাহা আমাদের এ বিয়োগ-বিধুর বুকের মাঝে,
যেথায় বঁধুর নীরব করুণ অশ্রুকণা বেজায় বাজে ?
আমিই যে সব আমার বলে আঁক্‌ড়ে ধরি হৃদয়-পুরে—
সন্ন্যাসী গো ! কোন্ পরাণে ঘৃণা বলে ফেল্‌লে দূরে ?
রাজার ভূষণ লক্ষ্য ক'রে কুঁড়ের বাহির ভোরের বেলা
—হয়েই দেখি, রাজার ছেলে করলে একি নূতন খেলা !
কোপ্‌নী পরে সাজলে তুমি আমার চেয়েও দীনের দীন—
এইকি তোমার বিশ্ব-বিজয় ?—বুদ্ধ, কাঙাল বুদ্ধি-হীন !

উদাসী ।

আজি কেন নীল-রেখা দিগন্তের কোলে
ছুটে যেতে চাহে প্রাণ মন—
সেথা, সে অচেনা দেশে নীলিমের আড়ে
এ কাহার প্রেম আকর্ষণ ?

অবিরাম, অনলস, মৃদু গন্ধ বায়
বলে যায় কাহার সন্ধান,
সীমাস্ত নীলিম-প্রান্তে হইয়া বিলীন
আছে কোন্ প্রেমিক মহান!

অস্ফুট দিগন্ত-কোলে প্রভাতে সন্ধ্যায়
হাসি-ভরা জ্যোছনার রাণী'
কার অযাচিত কোলে রাখে লুকাইয়া
অনুপম প্রেম-তনু খানি ?

একি সুখ! একি শান্তি! একি উদ্দীপনা!
সে অজানা প্রেমিকের লাগি'
সংসারের মোহময় চির-সুপ্ত-কোলে
ক্ষীণ প্রাণে উঠিল গো জাগি'।

হেথায় লাগে না ভাল মদালস প্রাণে
সংসারের গাঢ় আলিঙ্গন,
তাই কি গো নীল-রেখা দিগন্তের কোলে
ছুটে যেতে চাহে প্রাণ মন ?



দূর গগনে শূণ্য তব দৃষ্টি কতই মধুর আহা !
কোথায় খোঁজো পরমযোগি ! মানব প্রাণের শান্তি যাহা ?
নাই কি তাহা আমাদের এ বিয়োগ-বিধুর বুকের মাঝে,
যেথায় বঁধুর নীরব করুণ অশ্রুকণা বেজায় বাজে ?
আমিই যে সব আমার বলে আঁক্‌ড়ে ধরি হৃদয়-পুরে—
সন্ন্যাসী গো ! কোন্ পরাণে ঘৃণা বলে ফেল্‌লে দূরে ?
রাজার ভূষণ লজ্জা ক'রে কুঁড়ের বাহির ভোরের বেলা
—হয়েই দেখি, রাজার ছেলে করলে একি নূতন খেলা !
কোপ্‌নী পূরে সাজলে তুমি আমার চেয়েও দীনের দীন—
এইকি তোমার বিশ্ব-বিজয় ?—বুদ্ধ, কাঙাল বুদ্ধি-হীন !

উদাসী।

আজি কেন নীল-রেখা দিগন্তের কোলে
ছুটে যেতে চাহে প্রাণ মন—
সেথা, সে অচেনা দেশে নীলিমের আড়ে
এ কাহার প্রেম আকর্ষণ ?

অবিরাম, অনলস, মৃদু গন্ধ বায়
বলে যায় কাহার সন্ধান,
সীমান্ত নীলিম-প্রান্তে হইয়া বিলীন
আছে কোন্ প্রেমিক মহান!

অস্ফুট দিগন্ত-কোলে প্রভাতে সন্ধ্যায়
হাসি-ভরা জ্যোছনার রাণী'
কার অযাচিত কোলে রাখে লুকাইয়া
অনুপম প্রেম-তনু খানি ?

একি সুখ! একি শান্তি! একি উদ্দীপনা!
সে অজানা প্রেমিকের লাগি'
সংসারের মোহময় চির-সুপ্ত-কোলে
ক্ষীণ প্রাণে উঠিল গো জাগি'।

হেথায় লাগে না ভাল মদালস প্রাণে
সংসারের গাঢ় আলিঙ্গন,
তাই কি গো নীল-রেখা দিগন্তের কোলে
ছুটে যেতে চাহে প্রাণ মন ?

সন্ধান।

ওগো !—

আমার হৃদয় যাহা চায়—
জানি না তা' কোথায় আছে,
কোন্ কূলে, কোন্ জলের মাঝে,
কোন ঝোঁপে কোন পরাগ সাজে,
অমন বিপুল কায় !
দৃষ্টি আমার ব্যর্থ, খুঁজি,—
অন্ধ নিরুপায়।

পেছন থেকে ডাকিস্ নেরে !
ডাকিস্ নেরে কেউ ;
ডুব্‌বো রে আজ সিন্ধু-বুকে
নীল আকাশে দেখ্‌বো ঢুকে
ফেলবো গিলে দুঃখ ভুকে—
অসীমতার 'ঢেউ'
তন্ন ক'রে খুঁজ্‌বো আমি
ও ডাকিস্ নেরে কেউ।

ছড়িয়ে পড়া মনটা আমার
গুছিয়ে দেরে আজ ;
মুছিয়ে দেরে নয়ন-বারি
সবটা যেন দেখ্‌তে পারি—
অসীম মাঝে সীমের ঝাঁড়ি
বেশ তো—কিসের লাজ ?
যার কাছে যা' পাওনা মনের
চুকিয়ে দেনা আজ।

তুল্‌বো রে আজ এম্‌নি ভীষণ
ব্যোম-ফাটানো সুর—
ক্ষিত্যপ্‌-তেজ-মরুৎমাঝে
ঘাত-প্রতিঘাত নিত্য বাজে
এম্‌নি ক'রেই ক্ষুব্ধ লাজে
আত্ম ক'রে চুর ;
লক্ষ্য আমার ! সাধ্য আমার !
দুঃখ হবে দূর।

অসারতা।

একটি নিশ্বাস সনে বাঁধা যার প্রাণ
তা'রি এত অহঙ্কার, তা'রি এত মান!
সেই ডাকে যা'কে তা'কে 'আমার' 'আমার'-
এর চেয়ে অসারতা আছে কিছু আর?

সা-ঋ-গা-মা।

গাইব না আর 'সাঋগামা' অমন করে'
তালের চাপে কণ্ঠ যে মোর যায় গো মরে!
'সা'-ধরে যেই কণ্ঠে ওঠে তান,
'ঋ'-এর তখন বেজায় অভিমান,
'গা', মোর প্রেমে, গায়েই পড়ে ঢলি'—
'মা'য়ের 'পা'য়ের 'ধা'রেই আমার—
গানের শেষাঞ্জলি।

'বৈঠকে' মোর 'তবলা চাটি' নাই তো ওরে!
গাই নিরামিষ 'সাঋগামা' কেমন ক'রে?
'সা'-ধরে ফের কণ্ঠে ওঠে তান,
'ঋ'-এর আবার মুদ্রাদোষের ভান,
'গা'য়ের তখন সলাজ-মধু রূপ,
সুরের শিখা নিব্‌তে কে দেয়—
কণ্ঠে আমার ধূপ!

আচ্ছা, পরে, শুন্‌বো আমি চুপ্‌টী করে'
কোন্ 'সাঋগা—মাপাধানি' বিশ্ব ভরে!
দাওনা তবে কণ্ঠে আমার ধূপ্
বিশ্বে যে ভাই মধুর বড়ই চুপ্
বলার চেয়ে শোনাই তো সুখ ভারি—!
গাইব না আর 'সাঋগামা'—
শুন্‌তে যদি পারি



কল্যাণী

শুন, মোর কল্যাণি,—
বক্ষ পিষিয়া কল্প-কুমারী বিশ্ব-রূপের রাণী
যেদিন আমারে কানে কানে কয়
মিছে চাহ মোরে আমি কা'র' নয়,
মসী-মাখা-মুখে দিল সে অবাধে বেহায়া ঘোম্‌টা টানি'-
—তুমি মোরে কল্যাণী,
বুকে ধরে ছিলে কম্পিত করে কল্যাণ-কর দানি'।

শুন, মোর কল্যাণী,—
সে তো চলে' গেল দাম্ভিকা নারী কুসুমে বজ্র হানি'
নির্ব্বাক তব আঁখি তারা দু'টী
বেদনায় মম কাছে এল ছুটি'
শঙ্কার সনে, হর্ষের সনে, লজ্জার জানাজানি,
—তখনি তো কল্যাণী,
হৃদয়-রাজ্যে শঙ্খ বাজা'য়ে তোমারে বরিয়া আনি।

শুন, মোর কল্যাণী,—
দেখি যে সুমুখে সুখের বাসরে বাস্তব গেহখানি
তার মাঝে তুমি দাঁড়ায়ে বালিকা
কণ্ঠে দোলায়ে প্রেমের মালিকা
ছুটা'তে আমারে করমের পথে মৃদু কটাক্ষ হানি'
—তোরে দেখে কল্যাণী,—
দূরে সরে গেল মদিরতা-ময়ী কল্পরূপের রাণী !



খেলাঘরে।

আমি যেন কিগো হারা'য়ে ফেলেছি
ধুলো-মাখা খেলা ঘরে
কাদা-দিয়ে-গাঁথা দেওয়ালের মাঝে
—মনে পড়ে, মনে পড়ে।
স্মৃতির দুয়ারে উঁকি দিয়ে দেখি
মধুময় ছিল দিনগুলি যে কি !
ভাবিতেই আঁখি ঝরে ;
কচি ছেলে গুলো কেন বড় হ'য়ে
—সুখে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে ?



বর ক'নে সেজে বিবাহ বাসরে
কা'রা খেলা ঘরে, হেসে হেসে মরে ?
—খুঁজে দেখ্, খুঁজে দেখ্
ঐ খানে আমি হারা'য়ে ফেলেছি
মানিক্ যেন কি এক্ !

কাদা-আলপনা-দেওয়া-খেলা ঘরে
মনে পড়ে, মনে পড়ে—
প্রিয়তমা মম রাঁধুনী মেয়েটী,
রেঁধে-বেড়ে মোর তরে—
রাঁধিতে রাঁধিতে বাঁধিত না চুল,
ঘামে ভিজে যেত মালা গাঁথা ফুল
তবুও গরব করে,
মরালের মত গ্রীবাটী বাঁকায়ে,
—মনে পড়ে, মনে পড়ে।
সে ছবিও হায়, গিয়েছে মিশায়ে !
অতি দূরে কালো অতীতের গায়ে,
—রেখে গেছে মোর তরে,
একটী-স্বপন-বিধুর বেদনা
'মনে পড়ে', 'মনে পড়ে।'

সে কোন্ দেশ?

ওগো, সে কোন্ দেশ?
যেথায় গেলে মানুষেরা
যায় গো ভুলে ঘরে ফেরা,
অবাক্ চোখে আত্মীয়েরা
চেয়ে নির্ণিমেষ!
ভিজে-চোখে যায়না দেখা—
ওগো, সে কোন্ দেশ?
দূর গগনে আঁধার-কোলে,
যে গেল—সেই গেল চলে;
দেয় না সাড়া ডেকেও ম'লে—
নাই কি মায়ার লেশ!
মন-ভুলিয়ে-মানুষ-ধরা
ওগো, সে কোন্ দেশ?
যে সব ছেলে সন্ধ্যা হ'লে
অম্‌নি ছোটে মায়ের কোলে,
তারাও সেথা থাকে ভুলে'—
এমন কি সে দেশ!
মায়ের চেয়েও মায়া যাঁহার
কেমন তাঁহার দেশ?

ঐ যে সেথায় বাঁশী বাজে,
যাবার যারা সবাই সাজে,
আমায় এ কোন্ মিছে কাজে
রাখ্‌লে পরমেশ !—
ভিজে-চোখে যায়না দেখা
ওগো, সে কোন্ দেশ ?

খেয়া।

বিশ্বের কোলে
চিনে সে দুইটী ঠাঁই,—
এপার, ওপার —তাই ছাড়া আর
নাই তার গতি নাই।

রাখেনা খবর জোয়ার ভাটার,-
ঘুরে ঘুরে মরে কা'রা—
দিগ্‌দিগন্তে বাসনা ছুটা'য়ে,
উন্মাদ, দিশাহারা।

সে শুধু তাহার চির-পরিচিত
বাঁধা পথে ফেরে ঘোরে ;
যে আসে ছুটিয়া, শুধায় তাহারে—
"ওপারে যাবি কি ? ওরে !"

বুকে ক'রে সোজা
পার ক'রে দেওয়াটাই—
বুঝিয়াছে সার ; এপার ওপার
বিনে, কিছু চেনা নাই !

সাদা কাগজ।

আমার সাদা কাগজখানার বুকে,
কালির আঁচড় সইবে না তোর
'নিবে'র সূচল মুখে !
জানি না তোর কোন্ 'হরপে'র সাথে,—
কোন্ 'হরপে'র সঙ্গমে, প্রেম-প্রীতির অনুপাতে—
উঠ্‌বে প্রাণের রুদ্ধ গানের সুর,
ভেদ করে' মোর মৌন বিরাট সুপ্ত প্রেমাঙ্কুর !

মৌনী বাজায় লক্ষ প্রাণে লক্ষ গানের গৎ ;—
বাচাল তাহার একটী কথায়,—রুদ্ধ সকল পথ !



তবে,—
তা'ও যদি হয় সকল কথার সেরা—
নিত্য তাহার পুণ্য-কথার
পশার জগৎ-ঘেরা।

বল্ দেখি তোর গোপন-কথাই আগে—
'নিবে'র ঠোঁটে, চিরাভ্যাসের কোন্ কথাটুক্ জাগে ?
—ছন্দ কিনা মন্দ তাহার,—গন্ধ কিনা কটু,
আস্‌বে কিনা লুব্ধ প্রাণে ভ্রমরী বাক্-পটু,—
বাজ্‌বে কিনা হাজার প্রাণের গোপন-কথার কানে ?
—তখন, কবি ঢাল্‌বে কালি শূন্য হৃদয় খানে !

আমার প্রদীপ।

ওগো, আমার প্রদীপটীতে নাইক' তেলের লেশ—
আমায় কেন আন্‌লে,—এ যে ঝড়-বাতাসের দেশ !
মদের নেশায় রাঙিয়ে-তোলা আমার অলস আঁখি,
সেই ভয়েতে সারাটা রাত সজাগ মত রাখি।
কে জানে কে বায়ুর বেশে,
আস্‌বে কাছে ভাল বেসে,
প্রদীপটীরে নিবিয়ে শেষে ক'র্‌বে আঁধার ঘর—
'কেউ কারো না' দেখ্‌বো তখন সবাই হ'বে পর।

সেই সে গভীর অন্ধকারে রত্নহারে মোর—
প্রাণের প্রিয় বন্ধু আমার সাজ্‌বে গোপন-চোর !
প্রদীপ আমার জ্বল্‌ছে ব'লে,
সবাই আমায় ক'র্‌ছে কোলে,
সবাই আমায় 'আমার' বলে ডাক্‌ছে অহরহ—
নিব্‌লে আলো আঁধার ঘরে কেউ তো আমার নহ !

সকল সময় প্রদীপটারে আগ্‌লে ব'সে রই,
ওই বুঝি ঝড় উঠ্‌লো বলে' ভেবেই সারা হই ;
ঐ শোন কোন্ দৈববাণী
চম্‌কে দিলে হৃদয় খানি,
কইছে ডাকি'—"রে দীন প্রাণি, ভাবনা মিছে তোর—
আপনা হ'তে নিব্‌বে আলো জীবন হ'লে ভোর !

"যে আঁধারে ভীষণ ভেবে ক'রছ তুমি ভয়—
আলোর মায়া কাট্‌লে সে'টা তেমন কিছুই নয়।
ক্ষণিক আঁধার ঠেলে এসে
পড়্‌বি চির-আলোর দেশে,
স্বার্থ-তেলে প্রদীপ জ্বেলে নাইক' সেথায় কেউ—
নিত্য-প্রেমের বন্যা সেথায় তরল প্রাণের 'ঢেউ' !"

—

আয়না।

দেওয়ালের গায়ে নীরবে দাঁড়ায়ে
রয়েছে আয়না খানা ;
জানে না হিংসা, জানে না দ্বেষ,
কা'কেও করে না মানা,
পরাণের মাঝে বেদনা জাগা'য়ে—
'এদিকে চাহিয়ো না।'

হোক্ না বিকৃত ভাব্‌টী মুখের,
অমিয় হোক্ না চাহনি চোখের,
সবারে ডাকিছে 'আয়না'—
দেওয়ালের গায়ে নীরবে দাঁড়া'য়ে
আমার আয়না খানা।

ধনী নির্ধন চিনে না সে,
গুণী নির্গুণ বুঝে না কে,
কুরূপ স্বরূপ দেখে না সে,
কাঁদা'তে কাহাকে চায় না ;
বলে না কভু সে মুখটী ঘুরা'য়ে—
'এদিকে চাহিয়ো না।'

যাহার ভিতর-বাহির কালো,
মানুষ যাহারে বাসে না ভালো,—
'আয়না অভাগা, আয়না'—
ভেদাভেদ-জ্ঞান মুছিয়ে দাঁড়া'য়ে
আমার স্বচ্ছ আয়না!

নিবেদন।

আমূল বিঁধায়ে রেখেছ এ হৃদি
দুঃখের শরাঘাতে,—
ক্ষোভ নাই; তবে দেখো যেন নাথ!
নাহি লাগে সেই হাতে;

—যেই হাতগুলি আসিবে ছুটিয়া
মুছা'তে রুধির-ধার,
মূক আঁখি যেন চেয়ে চেয়ে, দেয়
দু'টী ফোঁটা উপহার!

ঠাঁই থাকে যেন ক্ষত বিক্ষত
বক্ষের এক পাশে,
কোলে তুলে নিতে সেই অবুঝেরে
মোরে দেখে যেবা হাসে।

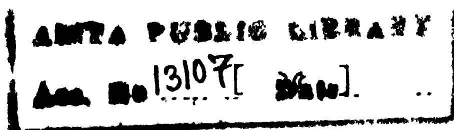
আর—
ভাল বাসে যা'রা সুখে দুঃখে বিভো!
দীন দুঃখী অভাগারে,
রাখিয়ো চিত্তে শক্তি—তাদেরি
স্মৃতিটুকু বহিবারে।

অনাদৃতা।

কেহ তা'রে করে না আদর,
সে কারো না আদরের ধন;
সে তো কা'রো হৃদয়ের কোণে
ঢালে নাই প্রেম-প্রস্রবণ।

—ঢালিতে সে গিয়াছিল ছুটি'
প্রাণভরা ভালবাসা তা'র;
অনাদরে চাহিল না কেহ,
খুলিল না প্রাণের দুয়ার।

ঐ কত প্রেমিক-প্রেমিকা
প্রাণ-খোলা কত কথা কয়;—
তা'র কেন মুখে কথা নাই,
এ জগতে সে কি কেহ নয়?



চোখে যা'র প্রেম-হাসিরাশি,
মুখ-ভরা করুণ বচন,
তা'র কেন এত অনাদর,
উপেক্ষিতা কেন সে এমন ?

হে জগৎ,—
কেন তারে এত অনাদরে
অত দূরে রেখেছ ফেলিয়া,
ম্লান-মুখী তবু চেয়ে আহা !
নিরাশার নয়ন মেলিয়া !

তোমাদেরি ঘৃণিত চাহনি
হায় ! তা'রি অঙ্গ-আভরণ,—
অভিমানে নিরজনে বসি'
শতধারে ভাসিছে নয়ন।

এস এস ওগো প্রেমময়ি !
দীন হীন কুটীরে আমার,
পূজিব গো তপ্ত-অশ্রু-সেকে,
প্রেমময়ী মুরতি তোমার।

মোহহীনা প্রেমিকা যে তুমি,
তাই তব এত অনাদর,
তাই তোমা' দেখেনি ফিরিয়া
মদে মত্ত, মোহে অন্ধ নর।



চির-সুখ-চির-শান্তি-ময়ী,
কিবা প্রেম-প্রতিমাগো আহা !
মানুষে কি বাসিবেনা ভাল
সুখময় স্বরগের যাহা ?
চিরদিন পিশাচের খেলা
খেলিবে কি মানব-হৃদয়ে ;
ভাণ-করা মিছে প্রেম-ঠাট
কত দিনে যাবে গো ফুরা'য়ে ?

অন্ধ ও আঁধার।

অন্ধ তাহার নয়ন-প্রান্তে
কিছুই দেখেনা আর,—
বিশ্বব্যাপ্ত, অসীমানন্ত,
শুধুই অন্ধকার !

আঁধারে তাড়া'য়ে আলোক যবে,
অন্ধের চোখে লাগিয়া রবে,
তখনো অন্ধ আলোক তাড়া'য়ে
চুম্বিবে শতবার—
চিরাকাঙ্ক্ষিত শান্তিপূর্ণ
স্তব্ধ অন্ধকার !

মিছে আশা তব আলোক-সুন্দরি !
প্রকৃতির-দেওয়া নানা সাজ পরি'
ভুলা'তে অন্ধজনে ;—
আঁধার ও অন্ধ প্রণয়ে বন্ধ
প্রজাপতি-সুবিধানে !

মানস-সুন্দরী ।

আঁচলখানে গোলাপ-গন্ধ বয়,
বর্ণ তাহার ঝুম্‌কো-জবার হাস,
স্পর্শ যেন স্নিগ্ধ মলয়-বায়,
দীপ্তি যেন জোনাক-পোকার রাশ !

ভোমরা-কালো আঁখির তারা দু'টী
এক নিমেষে কতই কথা কয়,
রূপের রাণী মরল মাথা খুঁটি'—
সুন্দরী সে কণার কণাও নয় ।

জলধরের নীরস আঁধার কোলে,
চাঁদের আলো নিবে যাবার ভয়ে,
দেয়না উঁকি, চায়না বদন তুলে ;
কিন্তু, অবাক্—একটু ভীত নয় এ !

হতাদরে' কালো মেড়ার মত
বৈশাখী এ কৃষ্ণ মেঘের গায়,
নিপুণ হাতে অলোক-রূপের রাণী
কাব্য লিখে রং ফলাতে চায় !

—থাক্‌না এখন ; আসলে যদি বসো
আমার প্রাণের মরা নদীর কূলে ;
দুই কূলেতে ধূ ধূ বালি জ্বলে—
ঠাণ্ডা কর 'ঢেউ' এর বোঝা তুলে'।

কথা।

হে কথা, কখন শুষ্কমরুতে
সলিল ঢালিছ তুমি ;
কখন আবার তোমাকে পাইয়ে
শুষ্ক সরস ভূমি।
কখন বা তুমি স্নেহের পুত্তলি
প্রাণটী জুড়িয়ে বস ;
কখন বা হয়ে উপদেশ-বাণী
মরমের মাঝে পশ।

আবার কখন আশায় আবরি'
ও চারু দেহটী তোর,
লয়ে গিয়ে দূরে, কত দূর দেশে,
ফেলাও বিপদে ঘোর ;
ফেলি দাও, কভু লাজের সাগরে,
হাবু-ডুবু খেয়ে মরি—
তুমিই আবার বাঁচা'তে আমায়
ভাসাইছ দয়া তরী।
কাহারও নিকটে কর্কশ হও,
গলাচেপে তারা ধরে ;
তোমা' জাগা দিয়ে দমঠেকে মরি,
তাই বলি, যাও সরে'।
তুমি ওগো কথা, ত্রিদিব-রতন,
আঁধারে ফুটিলে কেন ?
নির্ব্বাক মোরা, কণ্ঠদেশ-বাঁধা—
হেথায় এসেছ কেন ?
এ ফাঁসের দড়ি যদি কেটে দাও,
তবে গো কহিব কথা ;
নতুবা হে কথা, এসনা এখানে
মরমে জাগা'তে ব্যথা !

———

বুড়ীর গান।

পাঁচ-কুড়ি-এক-বছর, রবির জ্বালায় চোখে অন্ধকার,—
বুকের মাঝে তুলসী-গাছে, বয়না গোলাপ-গন্ধ-ভার,
লাবণ-ঝরা চক্ষু আমার,—শ্রাবণ-ঘেরা আকাশ খান,—
থাক্‌তে পারে প্রেমের কুঁচি বুকের মাঝে বিদ্যমান !
কই গো আমার মূর্ত্তিখানি মৃত্যু-ভীতি-সান্ত্বনার ?—
পাঁচ-কুড়ি-এক-বছর, রবির জ্বালায় চোখে অন্ধকার !

যৌবনে সেই প্রেমের স্বপন ঘুমের আবেশ মৃত্যু-মাখা,
অলক ঝলক রূপের রাশি, পলক চপল, চাউনি বাঁকা ;
নীরদবরণ কুন্তলে মোর খেল্‌তো সিন্দূর সৌদামিনী—
আজ্‌কে কেমন তুষার-ধবল শুভ্র শারদ-অভ্র জিনি' !
ধূর্ত্ত যমের গুপ্ত-চুরি হাতের আঁটিল পুণ্য-শাখা,—
যৌবনের সেই প্রেমের স্বপন ঘুমের আবেশ মৃত্যু-মাখা !

আজ্‌কে আমার ফুলের সাজির ব্যর্থ দাবী শিব-পূজার—
বিফল বুকে ঝড় বয়ে যায় আত্মকৃত ভৎর্সনার ;
যৌবনে সেই নোলক-দোলা নাকের কোলে কুসুম-ঘ্রাণ ;-
আজ্‌ কেনগো শ্বাস-বাতাসের কৃচ্ছ্র কঠোর ক্রুদ্ধ টান ?
কই সে পুলক ! অবাধ প্রেমে হৃদয়-স্বামী-অর্চ্চনার ?
আজ্‌কে আমার ফুলের সাজির ব্যর্থ দাবী শিব-পূজার !

বিরাট বিপুল বিশ্ব আমার তুল্‌সী-তলে ক্ষুদ্রকায়—
হলুদ-বরণ রক্তরবি !—ঝল্‌সে গেছেন তীব্রতায় ;
শকুন-পাখীর পাখার ঝাপট্‌ মাথার উপর শুন্‌তে পাই,
ঘরের পাশেই শৃগাল কুকুর ঝগড়া জুড়ে সর্ব্বদাই ;
চম্‌কে উঠি, শ্মশান-ঘাটের হরিধ্বনির মূর্চ্ছনায়—
বিরাট বিপুল বিশ্ব আমার তুল্‌সী-তলে ক্ষুদ্রকায় !

সিন্দুর-হারা ।

সূর্য্য তখন পাটে,
ছেলেরা সব মাঠে,
মেয়েরা সব ঘাটে
গিয়ে,
সান্ধ্য নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায়
কোন্দল দেছে জুড়ে ;
ওপারেতে বিয়ের বাড়ি,
দই চলেছে হাঁড়ি হাঁড়ি,
নব-বধূর লজ্জা ভারি,
শুনে
সানাই-দারের গোপন-কথা
করুণ মধুর সুরে !

কি বোঝে সেই জানে,
কি আছে তার গানে,
ঘোমটা কেন টানে !
বুঝি,
রক্ত-রবির স্বর্ণ-কিরণ
কেউ-না-দেখা-মুখে
প'ড়লে পরে, ঝ'লসে যা'বে
বর্ণটী টুক্‌টুকে !

সাম্‌নে খোলা আয়না খানা,
কেউ সে দিকে চাইতে মানা,
চক্ষু দু'টি বেজায় টানা !
ওগো,
চুল বেঁধেছে, হার ছড়া আর
টিপ্‌-পরাটী বাকি,—
দেখলি নেরে পাগ্‌লী মেয়ে
সিঁদূর দিলি নাকি ?—

হঠাৎ কিসের কান্না-কাটি,
বিয়ের বাড়ি যায় যে ফাটি',
কাঁপ্‌ল বধূর গয়না-কাঠি,
আহা !—

কেন সে তার সাঁথির সিদূঁর
পায়না কোথাও খুঁজি'—
মা তারে হায়, ঐটী দিতেই
ভুল করেছে বুঝি!

বন্ধ কঁ'নে।

লতায় পাতায় ছড়িয়ে-ফেলা
স্বার্থভরা আত্মা-টুক্
আজ্‌কে ওদের কেন্দ্রীভূত,
মুক্ত প্রাণের গুপ্ত সুখ।

স্বর্গে যে দিন প্রথম প্রাতে
অন্ধ-প্রেমের জন্ম-লাভ,
ওঙ্কারে তার ব্যক্তি মধুর
শক্তি শিবে সৌখ্যভাব।

জান্‌তো না কেউ, বুঝ্‌তো না কেউ
বিশ্বে পুরুষ করতে জয়—
নারীর নয়ন-নীরে কখন,
গণ্ডে প্রেমের অভ্যুদয়!

৩

এই আকাশে এই বাতাসে
এই আলোতে পরস্পর,
হৃদয়-ভেঙ্গে-স্বপ্ন-গড়া
মুগ্ধ দু'টী কণ্ঠাবর !

তবে——
'ব্বরেব চেয়েও কোমল ক'নে
হৃদয় তাহার উষ্ণ চেব——
বক্ষে তাহার দাগ পড়ে কম
স্বার্থ-পিশাচ-নর্ত্তনের !

যাদের ভোলা ক্ষিপ্ত, বুকে
সতীর মৃত শরীর খান,
তাদের সমাজ তৃপ্ত, করে'
'স্নেহলতা'র রক্ত পান ।

——

ভারত-নারী।

প্রসবিলা দুইমেয়ে ভারতের খনি,—
এক যে সে 'কোহিনূর'
অহঙ্কারে ভরপুর
লাফিয়ে উঠিল গিয়া
শিরে নৃমণির ;

আর যে 'ভারত নারী'
লাজ খেয়ে গেলা মরি'
ছি ! ছি ! ছি ! ভগিনী তার গেল কোথা চলে,
—সবমে লুকা'ল মুখ বসন-অঞ্চলে।

বন্দী।

আজি এ মিলন-মন্দিরে—
কেন, রেখেছ ফেলিয়া অন্ধ-কারায়
দীন এ চির-বন্দীরে ?

নয়নে আমার প্রেমাশ্রুধার,
হৃ চছ-এ-হৃদি-ভক্তি অপার,

মানস-মুকুরে মূরতি তোমার
বিম্বিত সুমধুরে ;
তুমি কেন ওগো, প্রাণেশ আমার,
দাঁড়াইয়া বহুদূরে ?
হৃদয়ে ভকতি-কুসুম-রাশ
ফুটিয়া শুকায় বারটী মাস !
তোমা বই আর কে আছে পূজা
আমারি এ মনো-মন্দিরে,
আর, কে পারে শাসিতে শৃঙ্খলাহীন
বিদ্রোহী মম মনটীরে ?

এ মোর পরাণী মত্ত অলি
চরণ-কমলে পড়িবে ঢলি'—
পূর্ণ সে সুখ-স্বপ্ন আমার
হবে কি ? সে শুভ সান্ধ্যরে !
ওগো, বাঞ্ছিত-ধন ! দাও দরশন
তোমারি মিলন মন্দিরে
অভাগা এ চির-বন্দীরে।

প্রাণের কথা।

বাচাল-প্রাণের কথাগুলি মোর,
হায়, কেন গো নিষেধ নাহি মানে—
কোন্ সাহসে ছুটে যেতে চায়,
তোমাদেরি ব্যস্ত ব্যাকুল কাণে ?
সাহস কি যে জানিনা তো ভাই,
—অত জানা, 'ধৰ্ম্ম' আমার নয় ;
আমি শুধু বলে যেতে চাই
আমার খোলা প্রাণে যাহা কয় ;—

"ধীর-চরণা সন্ধ্যা এসে আজ
দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে ঐ !
রঙ্গ-রসে দিন তো কেটে যায়—
সে দিক্ পানে দৃষ্টি তোমার কই ?
হয়নি সারা তোমার হাতের কাজ,
সে তো ফিরে দেখ্‌বে না তা চেয়ে—
আঁধার ঘরে তোমায় দেবে লাজ,
আইন-কড়া সময়-রাজের মেয়ে !

"ঘুমভরা তার কোমল আঁচল খানি
ঐ নয়নে বুলিয়ে দেবে যেই,—
চোখের ওপর এত সোণার ছবি!
দেখ্‌বে (তখন) কোথায় কিছু নেই।
প্রাণ-প্রতিম ছেলে কোলে নিয়ে
আর কেন গো আঁক্‌ড়ে ধর আজ?
শেষের দিনে কোথায় রবে তারা?
'কেউ কারো না' এ 'দুনিয়া'র মাঝ!!!"

ভক্তকবি রামপ্রসাদ।

বঙ্গদেশের কাব্য-কাননে এ কোন্ কুসুম ফুটে,
পরাণ-মাতানো গন্ধ যাহার অম্বরময় ছুটে?
দিব্য কি জ্যোতিঃ মাখিয়া অঙ্গে,
এ কোন্ কুসুম ফুটিল বঙ্গে;
গন্ধে তাহার, এ কোন্ প্রেরণা অন্তর ভরি, উঠে—
বঙ্গদেশের কাব্য-কাননে এ কোন্ কুসুম ফুটে?
ঝির, ঝির, ঝির, বহিছে সমীর,
পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফোটা ফুলটীর;
ললিত-ছন্দে সঙ্গীত-সুধা পুষ্পপর্ণ-পুটে,
দিগ্‌দিগন্তে ভকতি বিলায়; বঙ্গ ভরিয়া উঠে!

ভীমা-ভীষণা-এলোকেশী-পায়,
আপনার দান দেহটী লুটায়—
কে ঐ কুসুম ?—যদিও উহার চন্দন নাহি জুটে,
আপন গন্ধে আপনি মুগ্ধ, ক্ষুব্ধ পর্ণ-পুটে !
জননী তাহারে দিয়াছে কি বর,
মরিয়াও সে যে হয়েছে অমর,
শুকায়েছে, তবু গন্ধ তাহার অম্বর ভরি' উঠে,
বঙ্গদেশের কাব্য-কাননে এ কোন্ কুসুম ফুটে ?

আর কি তৃষিত বাঙ্গালীর প্রাণ,
শুনিবে সে গান অমৃত সমান ;
কুসুমে কুসুমে উঠিবে সে তান জননী-চরণে লুটে'
বঙ্গদেশের কাব্য-কাননে আর কি সে ফুল ফুটে ?
আর কি মধুর 'প্রসাদী' সুরে,
বঙ্গ-আকাশ-বাতাস জুড়ে'
উঠিবে ধ্বনিয়া জননী-ভক্ত-সাধক-কণ্ঠ টুটে' ;
বঙ্গদেশের কাব্য-কাননে আর কি সে ফুল ফুটে !



বিরোধ-শান্তি।

"পূজার অর্ঘ্য, ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার বারি টুক্
ডা'ন হাত দিয়ে ধরে নর নারী—
হিংসায় ফাটে বুক—
বিষ্ঠা ফেলিতে, শৌচ-ব্যাপারে,
নাসা-পুটে পোঁটা ঝাড়ি
আমি বাম হাত; হে বিধি! তোমার
একি অবিচার ভারি!"

আটটা নয়নে হেসে কুটি কুটি,
কহে বিধি ধীরে ধীরে—
"ক্ষাণদৃষ্টি নরে ঘৃণা করে তোরে
এটা আর বেশী কিরে?
তবে————
"যদিও আমারে দিতেছে অর্ঘ্য,
চন্দন ডা'ন হাতে,
পূজা হলে শেষ, প্রণাম করিতে
তোরে ডেকে লবে সাথে।"

৫

———

প্রীতি।

অয়ি ভাবময়ি প্রীতি !
বিশ্ব-কাব্য-মানসে, তুমি
ত্রিদিবের অনুভূতি !
তৃষিত এ মরু চাহে তোমারে,
মুক্ত-বাসনা-হৃদি-আগারে,
লয়ে তব সুখ-স্মৃতি—
এস মনোময়ি প্রীতি !

মানস-সৌধ উপরি
আসন শোভে তোমারি,—
দীন এ জন পথ-চাহি'
তুমি এস হে চির-অতিথি,
মনঃপ্রাণময়ি প্রীতি !

ঐ যে মানিনী সন্ধ্যারাণী
আঁধারে লুকা'ল হৃদয় খানি,
ঐ দূরাগত চিরমধু-ভরা
মধুর সাহানা-গীতি,—
তুমি তার চেয়ে মধু—
আরো মধুময়—
অয়ি মধুময়ি প্রীতি,
অমরার অনুভূতি !

গণ্ডী।

ব'স্‌লে ভ্রমর ফুলের 'পরে
চায়না ফিরে জগৎ পানে—
কোন্ কমলাচের আঁধার মেখে
যাচ্ছে সময় কে তা' জানে ?

ধীর বাতাসে হেলে দুলে
রং-বে-রংয়ের পাপ্‌ড়াগুলি,
আপনা হ'তে আস্‌ছে বুজে,—
তা'ও দেখে না চক্ষু তুলি' !

তেম্‌নি তোমার স্বপ্ন-সুখের
ব্যক্ত-গোপন আঙ্গিনায়,
গণ্ডী দিয়ে রাখ্‌বে ঘিরে
মধু-পাগল ভোম্‌রা প্রায়।

কিন্তু—

তাহার প্রেমে কেন্দ্র ক'রে
বৃত্ত যত আঁক্‌বে ভাই,
দেখ্‌বে তত দিব্য-চক্ষে
বিশ্বে প্রেমের গণ্ডী নাই !

———

মিলনে।

আজি এ মিলনে, বুক—
ভ'রে গেছে সব টুক্ !
ওগো——
আমারি এবুকে আঘাত করেছ,
গর্ব্ব তোমার এ বড় ;
পরাজয় মোরে করিতে, নয়নে
অশ্রু করেছ জড় ?
'রবে-কি-না-রবে স্মৃতিটী তোমারি
আমারি চিত্ত-পটে !'
প্রশ্ন করিছ সজল নয়নে !—
স্পর্দ্ধা তোমার এ বটে।
খাঁটি কথা শোন—'মিলনে-বিরহে'
দু'জনারি ভুল চুক্—
তবে
আমার, এ মিলনে বুক
ভ'রে গেছে সব টুক্।



বিচ্ছেদে।

ওগো, প্রিয়-জন-প্রেম-বক্ষে
প্রিয়জন হানে কঠিন আঘাত
স্নেহেরি গোপন কক্ষে।
তবে, জীবন-মরণ মাঝে—
মরণ সকলি লুটে লয়,—শুধু
স্মৃতিটী জীবন যাচে!
অভিনয়-অবসানে
তাই এ বিরহ-গানে
আঁখি-জলে করি তর্পণ, তব
তৃপ্তির অভিমানে।
কাঁদি কাতর করুণ ভাষে—
রবে কি তব সকাশে
হতাদরে ম্লান ব্যথিতা স্মৃতিটী
বিচ্ছেদ-উপলক্ষ্যে,
স্নেহেরি গোপন কক্ষে।

না-না-রে।

পাখীটা কহিল শাখীটারে—
“বসি না তোর উপরে” ;
শাখাটা কহিল পাখীটারে—
করুণ চোখে “না-না-রে।”
পাখীটা শুনিল,
কথাটা রাখিল,
ভাবিলা মনে মনে—
‘কেন সে আঁখি-কোণে
ছিল বারি,
হায় তারি!
কি জ্বালা দেখাল মোরে ?’—
আর না ভাবিল
চকিতে উড়িল,
সুদূরে এক পাখী
কহিল, তা'কে ডাকি,—
“আয় ভাই
হোথা যাই
আমার সে কুঁড়ে ঘরে
খাবার কত কি আছে পড়ে”
—দেখায়ে সে গাছটীরে।

বুঝিল পাখীটা
অবোঝা বাকীটা ;—
কেন সে এর তরে
কেঁদেছে চোখ ভরে' !
তার দয়া,
তার মায়া,
উদিল মন-মাঝারে ;—
অমনি গাহিল প্রাণ ভরে'
করুণ চোখে "না-না-রে।"

রাগ-রাগিণী।

যদি,————সে জন
রাগ-রাগিণী জানে—
'ডুগি' 'তবলা' চাইনে কিছু,
'হারমোনিয়াম' থাকুক পিছু
আদর করে ডাকে যে তার
খোলা প্রাণের কোণে,
যে জন
রাগ-রাগিণী জানে—

আমি সেথা নিরিবিলি
মুক্ত প্রাণের কথা গুলি
ক্ষুব্ধ অভিমানে,
না হয় হেসে, প্রেম আবেশে
গাইব খোলা প্রাণে,
সেই জনারি কাণে
যে জন
রাগ-রাগিণী জানে।

মিছে টানাও সামিয়ানা,
আমি সেথা গাইব না।
লজ্জা আমায় বলে—"সেথায়
কত জন কে জানে!—
আস্‌বে যারা হাস্‌বে তারা
তাল কাট্‌লে গানে,
তুইরে কেন গাইবি সেথা
মরতে অভিমানে?"
আদর করে যে জন মোরে,
ডেকে নেবে প্রাণের দোরে,—
মিষ্টি সুরে গাইব গান
ঢাল্‌ব সুধা প্রাণে—
সেই জনারি কাণে—যে জন
রাগ-রাগিণী জানে।

স্বপ্নে।

আমি স্বপনে দেখিনু— গড়িনু যতনে
সুন্দর এক তরী,
ভাসা'নু তাহারে নদীর উপরে
আপনি কর্ণ ধরি'।
স্বর্ণ বিছা'য়ে গড়েছি তল,
ধারে বিনায়েছি মুক্তা-ফল,
মখমল দিয়ে পালটা তুলেছি
মনের মতন করি'—
আমি স্বপনে ভাসিনু গড়িয়া যতনে
সুন্দর এক তরী।

এনেছি সাপের মাথার মণি,
জগৎ খুঁজিয়া হীরা, মতি, চুনি,
মধুরে সাজায়ে দেখায়েছি সবে—
আমি কি নিপুণ কবি ;
তারা তাই থাকে চেয়ে— কি নিপুণ নেয়ে!
ভাসিছে মরি কি ছবি!
নাচিয়া নাচিয়া চলিনু ভাসিয়া
কত শত চোখ ঝলসি,
আমি বিভব-গরবে ফেটে আটখান—
শিয়রে সুখের কলসী!

আমিই জগতে সবার বড়
আমা'পরে হাত নাহিক কারো
আমার উপরে আছে একজন?
—'না গো না, সে কোন্ কথা!
আমিই রোপেছি, আমিই পেলেছি
আমার এ ফুল পাতা।'
অনুকূল বায়ু চলেছে ছুটি',
জল তোশেবিছে চরণে লুটি',
আজ্ঞা আমার পালিছে সবাই
আদেশ-বাহীর মত—
আমি স্বপনে ভাসিনু কনক-তরীতে—
আশে পাশে ডিঙ্গি কত!
সভয়ে তাহারা পথ ছাড়ি' দেয়,
নতুবা ডুবিয়ে মরে—
অভাগার দুঃখে সুখে মরে যাই
আঁখি-কণা নাহি ঝরে!
ভাঙ্গা ডুবু-ডুবু কত যে ভেলা
ভাঁটি ধরিয়াছে সাঁঝের বেলা,
ঘর্ম্ম ঝরিছে কপোল ভিজা'য়ে,
জপিছে পীরের নাম!
আমি হেসে মরে যাই যখনি সুধাই—
"এ নেয়ের কোথা ধাম?"

"ভয় পেয়ে বুঝি চলেছ ফিরি'
সুখের সাগরে তুফান হেরি' ;
জনম তোমার বৃথা"—
আমি স্বপনে কহিনু ভেলার মাঝিরে
কত কি গরব কথা !

নাচিয়া নাচিয়া চলেছে ভাসিয়া
নয়ন-শোভন তরী ;
সুনিপুণ আমি নাবিক-প্রধান
বসেছি কর্ণ ধরি'।
সুদূরে আমরি ! লহরীগুলি
নাচিছে কেমনে মাথাটি তুলি',
নাচা'তে আমারে সুখের সাগরে
তালে তালে ফিরিঘুরি,—
আমি সে সুখ ভাবিয়া যেতেছি গলিয়া
স্বপনে ভাসা'য়ে তরী।—
"ওরে-ও অভাগা ভেলার নেয়ে,
একবার ফিরে দেখ্ না চেয়ে—
কি সুখে ভাসিয়া হাসিয়া চলিনু
চড়িয়া কনক-নায় !
তোর দশা হেরে ঘৃণা হয় মনে,
দুঃখে বুক ফেটে যায়।"

দেখিতে দেখিতে আসিল চকিতে
সাগরের মাঝে তরী,
যেথা ভীম ঊর্ম্মি-মালা করিতেছে খেলা
আকাশের গলা ধরি' !
ডাকিনীর মতো ক্রুদ্ধ বায়
যা' কিছু সুমুখে গ্রাসিতে চায়,
কোথাও ঘুরিছে ঘুরুণিয়া-জল
ভীষণ কবরী মেলি' ;
আমি স্বপনে হারা'য়ে জীবনের আশা
কাঁদিনু পরাণ খুলি' ।
সহসা শতধা ছিঁড়িল পা'ল,
বিকট শব্দে ভাঙ্গিল হাল,
অমনি ফুরা'ল সব—
আমি চকিতে জাগিনু শুনিনু অদূরে
প্রভাতী-বিহগী-রব !

* * * *

মনটা কেমন গিয়াছে ধসি',
চক্ষু মুছিয়া ভাবিনু বসি'
স্বপনে দেখিনু যত,—
হায়রে মোদের জীবন-প্রবাহ,
নহে কি ইহারি মত ?

মনের ব্যথা।

আজ মায়ের পূজা !
ঊষার আলোক প'ড়্‌লো গিয়ে
অলস মাথা প্রাণ জাগিয়ে
পূজার ঘরের সোজা ;
সুপ্ত চোখে ঝাপ্‌সা,—তবু
ঐ মা দশভুজা,—
আজ সপ্তমী পূজা !

গাইল পাখী সুদূর বনে,
চোখভরা-ঘুম, অলস প্রাণে,
বল্‌ল তারা মধুর তানে
"আয় মা দশভুজা !
(আজ) করবো মোরা পূজা।'

ফুটেছে ফুল ঘরের কোণে,
সারাটা রাত আপন মনে,
কতরঙ্গে সেজে !
ভাই-বোনেতে গলা ধ'রে,
ফুল তুল্‌তে পূজার তরে,
গেছে সেজে গুজে !

ফোটা ফুলের নীরব হাসি
কোমল প্রাণে জুড়ে বসি'
মনটা দেছে ভিজে—
রাঙ্গা নীলে সেজে।
তাই দেখিয়ে মনে হ'লো
নূতন সাজের কথা ;
ফুল তোলাটা প'ড়ে রইল,
বাজ্‌লো মনে ব্যথা।

চার চোখেতে বইল ধারা,
ভাই বোনেতে কেঁদে সারা,
ফুলের শোভা দেখে—
'এই কিরে মা ভাল বাসে—
দেখে সমান চোখে ?

'দেখ্‌না ওদের কেমন করে,
সাজিয়ে দেছে প্রাণটা ভ'রে',
আমরা কিসে ত্যজ্য হলেম ?
ওমা দশভুজা !
আমাদের তুই অম্নি ক'রে,
অম্নি ক'রে সাজা।

'পুরুৎ-ঠাকুর হাতে ক'রে,
ওদের দেবেন পায়ের'পরে,
আমরা কিসে ত্যজ্য হ'লেম্ ?
ওমা দশভুজা !
আমাদের তুই ওম্নি ক'রে
ছুঁতে দে' তোর পা।

'আমরা কথা কইতে পারি,
কাঁদ্‌তে পারি, হাস্‌তে পারি,
ওরা কেবল হেসেই কুটি—
এইতে ওদের মা !
এইতে ওদের সাজাস্ গোজাস্—
আমরা কিছুই না ?

'এইতে ওদের মাথায় করিস্,
পায়ে ধরিস্ হাতে পরিস্ ?
বছরের দিন একটা বার
কোলে ক'রে যা ;—
চাইনে মোরা সাজা গোজা
ওমা দশভুজা !'

'নৌকাডুবি'

সন্ধ্যা এসেছে তাড়িয়ে,..
তাই সূর্য্য গিয়াছে ডুবি,—
হায়রে, আমার দিনের কার্য্য
না-করা রল' যে সবি !

আহার নিদ্রা ভুলিয়া,
'রমেশের' সনে কাঁদিয়া,
পড়েছি 'নৌকাডুবি'—
দেখিনি চাহিয়া গগনের কোলে
সূর্য্য গিয়াছে ডুবি' !

কোন্ ফাঁক্ দিয়ে সে
উঠেছিল আকাশে ;
সান্ধ্য-ঢেউয়ের আঁধার-সলিলে
তেজঃ তা'র গেছে নিবি'—
'হেমনলিনী'র চায়ের টেবিলে
এলোমেলো র'ল সবি !!

দাস যে কল্পনার,
হায়! কিগো দোষ তার?
সে কর্ম্ম-নদের পুলিনে বসিয়া
শুধু কি আঁকিবে ছবি?
'নৌকাডুবি'র কোলে ঘুমাইয়া
না দেখি সূর্য্যডুবি!

মরণে।

ঊর্দ্ধমুখী হয়ে যবে,
প্রাণ-তারা ছুটে যাবে
করিয়ে তোমার সেই শ্রীপদ স্মরণ—
কে ভাল বাসিবে বিভো! আমায় তখন?

রবে না দেহের বল,
শূন্য হবে হৃদি-তল,
আঁখি পাতা যাবে বুজে হইয়া বিকল—
কে ভাল বাসিবে বিভো! দেখি' সে সকল?

পাবে না রসনা আর
মধুর মধুর তার,
কি-যে-কি হইয়া যাবে জানি না কেমন,—
তুমি কি বাসিবে ভাল আমায় তখন ?

জননী রাখিবে দূরে,
পিতা না দেখিবে ফিরে,
দূরে বসি’ বিসর্জ্জিবে মায়া-অশ্রু-লোর !
তুমি কি বাসিবে ভাল শূন্য দেহ মোর ?

কাড়ি শয্যা স্থকোমল,
প্রাণ-প্রিয় সাথীদল
রচিবে আমার তরে কঠোর শয়ন—
কে ভাল বাসিবে বিভো ! আমায় তখন ?

গায়িকা-বঁধু।

ধুলো মাখা শত বাল্যের স্মৃতি
ঝেড়ে পুঁছে দেখি আজ,
গায়িকা-বঁধুর উজল গণ্ডে
এখনো রকত লাজ

সে দিনের মত রয়েছে ফুটিয়া,
আঁখি-ভরা আছে জল,
তেমনি তুহিন-ঠাণ্ডা আহা! সে
বালিকার হৃদিতল।

খেলার সাথী সে ছিল গো আমার
আমার গায়িকা-বঁধু,
গান গেয়ে মোরে রাখিত ভুলা'য়ে—
কণ্ঠ-ভরা কি মধু!
তটিনীর কূলে কোলে মাথা রাখি'
আমারি রচিত গানে,
মুখ খানি কেন রাঙা হয়ে যেত—
সেই শুধু একা জানে!

কখনো হাসিত, কাঁদিত কখনো
গলাটী জড়া'য়ে ধরি';
কহিত, 'এস এ জ্যোছনা-মাখান
জলে মোরা ডুবে মরি!'

———

‘সুন্দরী।’*

ছেঁড়া লেপ-কাঁথা শ্মশানের
জোগাড় করেছে ঢের ঢের
পোড়া কাঠ, শ্মশানের দড়ি ;
অভাব নাহিক’ কিছু তার,
গলায় পরেছে কত হার,
—বড় খুসী ডাকিলে ‘সুন্‌দরি’ !

সধবা মরেছে যত দেশে—
গহনা যা’ কিছু ভালবেসে
পরায়ে দিয়েছে তারে ঢাকি’—
সতীর স্মৃতির বোঝা নিয়ে,
কৃষক-পতির দ্বারে গিয়ে,
দাঁড়ায় গহনাগুলি ঝাঁকি।

আহা ! সে প্রিয়ার স্মৃতি-কণা
কৃষকে ক’রেছে আনমনা
গলায় ‘হাঁসলি’ হাসে দেখি ;
তাহারি কৃষাণ-খেটে-গড়া
‘হাঁসলি’ এ কার গলে পরা ?
নমিত নয়নে ভাবে, একি !

* দৌলৎপুর (খুলনা) কলেজের ধারে অজ্ঞাত-পরিচয়া “সুন্দ
নাম্নী কোন শ্মশানবাসিনী উন্মাদিনী দৃষ্টে লিখিত ।

বন্ধ্যা নারী।

কাঁদিছে বন্ধ্যা নারী—
"স্নেহ-মমতার তাড়না যে আর
সহিয়া উঠিতে নারি !
বুকটী আমার নিষ্কাম ধীর,
মুখটী করিয়া ম্লান ;
নারীর বক্ষ-শোণিতে ক্ষীর
না-হওয়া কি অপমান !

"আয় আয় শিশু ! বুকে ছুটে আয়
ছেড়ে দে ধর্ম্মঘট,
পুং-নরকের কুৎসিৎ কায়
চোখে লাগে উৎকট !"

কাঁদিছে বন্ধ্যা নারী—
"রে বিধি নিদয় ! পরেরি তনয়
লয়ে বুকে আপনারি,
যদি বা নিভৃত নিরালা ঘরে
মাতৃ-ভাবাবেশে ভোর,
লাজে মরি,—শিশু কাঁদিয়া মরে
বুকে ক্ষীর কোথা মোর ?

"ছুটে আসে মাতা, হাসিয়া অধীর,
—'দুধ খেয়ে হয়রান্ !'
নারীর বক্ষ-শোণিতে ক্ষীর
না-হওয়া কি অপমান !"

স্নেহের রাণী।

"দাও মা ভিক্ষা, দাও মা ভিক্ষা,
ক্ষুধিত কণ্ঠ মোর !
ধনে ও পুত্রে অচলা লক্ষ্মী
রহিবে দুয়ারে তোর !"
—কথা না ফুরাতে আ, মরি ! মরি !
কে ঐ আসে গো ছুটি' ?
কনক আঙ্গুলে ব্যথা পায় বুঝি,
আনিতে অন্ন দু'টী !

"স্নেহ ও মমতা কৃপা ও করুণা
সকল অঙ্গে মাখ ;
কে তুমি নিত্য শূন্য ঝুলিটী
পূর্ণ করিয়া রাখ ?

"ক্ষুধিত এ জনে বিতর নিত্য,
মাগো ! যে করুণা-অন্ন ;
কোন্-লাখপতি এ চির-সত্য
পেয়ে তা' হবে না ধন্য ?"

ভাবিনু তবে—'এ দুঃখ আমার,
আহার মিলেনা নিত্য,
তাই কি আমার 'এ ছুটা ছুটী,
ব্যস্ত ব্যাকুল চিত্ত ?
সকাল বিকাল, তাই কি তোমার
দুয়ারে বসিয়া রই ?'
অন্ন দিলেও মুখপানে চাহি'
কাঁদিয়া আকুল হই ?'

"ক্ষুধিত যদিও, চাহি না অন্ন
ওগো ও স্নেহের রাণি !
উদরের ক্ষুধা দূর করে শুধু
করুণ তোমার বাণী।
বঞ্চিত তাহে ক'রো না, এজনা
সব-হারা, চির-দুঃখী ;
শুধু স্নেহ তব পেলে এ অভাগা
নৃমণির চেয়ে সুখী !

"রাখিয়ো মেলিয়া   আমারই পানে
শতেক করুণ আঁখি,
কহিয়ো ডাকিয়া   আমারই কাণে
—'আহা, হা জনম-দুঃখী !'
তৃষিত শ্রবণে   কথাটী তব
ঢালুক অমৃত আনি'—
তবেই এ মোর   ক্ষুধিত কণ্ঠের
ক্ষুধারে তুচ্ছ মানি !"

প্রেম।

ছল ক'রে সব প্রেমিক তোরা,
প্রেমের কিবা জানিস্ বল্ ?
প্রেম জাগ্‌লে মনের মাঝে
মুছ্‌বি শুধুই আঁখির জল !

হৃদয় ভরে উঠ্‌বে জেগে
অজানা কোন্ নূতন গান ;
প্রেম-পুলকে চোখের জলে
ভিজিয়ে দেবে সারাটা প্রাণ ।

অশ্রু-নীরে আন্‌বে বয়ে
বোঝায় বোঝায় স্বর্গ-সুখ,
ভাসিয়ে নিয়ে সুদূর্-দেশে,
মানব-প্রাণের সর্ব্ব দুঃখ !

প্রেম পুলকে শুষ্ক চোখে
হেসেই যে জন মরে,
প্রেম ত কভু জানেনা-সে
মিছেই ভাণ করে।

নিশারাণী।

উষার কিরণে আলো হবে দেশ যথনি-
তখনি আমার ছুটী হয়ে যাবে,
আমিও যাইব চলি' ;
বিদায়-বেদনে কাঁদিয়া ভিজাতে ধরণী,
অশ্রু-শিশিরে স্মৃতি রেখে যাব
ফুটা'য়ে কুসুম-কলি !

"সারাটা রজনী আমিই জাগিয়া রচিব,
বরণ-কিরণে নূতন করিয়া
তোদেরি সোণার দেশ ;
তোদেরি ঘুমান মুখপানে চেয়ে কাঁদিব,
সুপ্ত-শিওরে শুনাব আমার
বেদনা কি অশেষ !

"ফুলে ফুলে আর পাতায় পাতায় আমি যে
চেতনা-পরশে মন্ত্র পড়িয়া
ঢালিব নূতন প্রাণ ;—
ঘুম থেকে তোরা উঠিয়া বলিবি—'তুমি কে ?
ঊষা এসে সব ক'রে দিয়ে গেছে
সুন্দর, শোভমান !'

"মর্ম্মভেদী যে নিঃশ্বাস দেই ফেলিয়া
সারাটী রজনী আঁখি-জলে মাখি',
গতি তা'র অতি ধীর ;
তোরা জেগে বল—'ঊষা আসিয়াছে নামিয়া,
তাই তার গায়ে ঢলিয়া ঢলিয়া
বহিছে মৃদু সমীর !'

"ঊষা-সুন্দরী—কুৎসিৎ আমি বলিয়া,
আমি যাহা কিছু করিব, তোদেরি
রহিয়া অন্তরালে—

৫

প্রভাত না হ'তে মনের মতন সাজিয়া,
আমার যা' কিছু তাহারি দেখা'তে
মোহের মদিরা ঢালে !

"তারপর ধীরে মায়াবিনী ঢাকি' হাসিটা,
শত নয়নেরে নিরাশ করিয়া,
খুলিবে ছদ্ম বেশ !—
দুপুর গগনে বাজিবে তাহার বাঁশীটা
ওগো কি কঠোর, তপ্ত, রুক্ষ,—
রোদে পুড়ে' যাবে দেশ !

"আমিই আবার দুঃখিনীর বেশে তখনি,
শত অনাদর নিমেষে ভুলিয়া
কোন্ টানে আসি ছুটি' !
ক্লান্ত তোদেরি বুকে টেনে লই যখনি,
অবসাদ যত আঁচলে মুছা'তে—
কেন বুজে চোখ দুটি !"

১

ও-পারে।

প্রীতি-প্রেম-পূত পরাণ লইয়া
তোমার পিছনে ছুটি—
তুমি চলিয়াছ ঘৃণায় ফিরা'য়ে
নিরদয় আঁখি দু'টি !

সজল নয়নে তোমারি ধেয়ানে
কাটিল সারাটী দিন ;
শেষ-খেয়া দিয়ে পাটনী চলিল
আঁধারে হইয়ে লীন !

বড় দাগা পেয়ে, বড় ব্যথা নিয়ে,
ও-পারে চলিনু সখা !
ঘৃণারি ভাষায় বল হে পাষাণ !
ও-পারে দেবে কি দেখা ?

ও-পারের হাওয়া গায়ে লাগে যেই,
ঘৃণা, লাজ, অপমান
নিমেষের মাঝে দূর হয়ে যায়,—
বড় হ'য়ে যায় প্রাণ !

অপরাধ যদি করে থাকি কিছু
ভুলে যেয়ো প্রাণাধিক্ !
তোমারে হেরিয়া অন্ধ হ'য়েছি—
হারায়ে ফেলেছি দিক্ !

এপারে আমারে এত অনাদর
করিয়াছ—ক্ষোভ নাই ;
ও-পারে যেন, ও হৃদয়-কোণে
এতটুকু ঠাঁই পাই !

কাব্য-মৃত্যু।

ঘৃণা, লাজ ; অপমানে ম্লান আঁখি দুটী
চূর্ণ অহঙ্কারে তিক্ত,—সিক্ত অশ্রু মাখি'—
ধনৈশ্বর্য্য-রাগে দৃপ্ত, ত্রস্ত নগরীর
প্রান্তে পড়ি, ক্ষুণ্ণ মনে শূন্যে চেয়ে থাকি
সহসা চমকি' উঠি,—ওরে মূঢ় মন !
এ অঙ্কের যবনিকা হবে কি পতন ?

বহু দিন, বহু দিন, কল্পহৃদি-রাণি !
দুই জনে বসেছিনু কাব্য-নদী তটে—
আজি শেষ নিয়তির বজ্রূঢ় বাণী
ঘোষণা করিছে তোর মৃত্যু অকপটে !—
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ;—নাসিকা-কুঞ্চন,
ঘৃণা, লাজ, এ বুকের নিত্য আভরণ !

কলা ও কলঙ্ক।

—(কলা)—

ষোড়শ কলায় পূর্ণ সেদিন অংশু-মালীর অঙ্গখানি,
প্রথম যেদিন উঠ্‌লো গগন-পুটে ;
দিক্-বধূ তাঁ'র লজ্জা-রাঙা আনন ঢাকেন ঘোম্‌টা টানি',
—"সুন্দরই এ বটে !"
চন্দ্র তখন স্বেচ্ছাচারী পূর্ণ প্রেমিক যুবার মত
জ্যোছ্‌না রূপে নিজেই গেলেন ঝরি' ;
দেখ্‌লো অমানিশায়. নিজের অঙ্গ খানার ওজন কত ?
—হয় না দু'চার ভরি !

(কলঙ্ক)

অঙ্কে উষার কমলমণি, ডাইনে রবির রক্তচেলি,
সাতটী ঘোড়ার লাগাম একই হাতে,
অরুণ-দেবের উদয়-বরণ !—বিশ্ব বিরাট নেত্র মেলি'
দেখ্‌ল প্রথম সুপ্রভাতে।
রশ্মি তাঁহার ছুট্‌লো দেশের শিরায় শিরায় বহ্নি ঢালি'—
স্বপ্ন-ভাঙ্গা লক্ষ কাজের লোক ;
পটল-চেরা চক্ষে চাঁদের পড়্‌ল এ কোন লাজের কালি ?
—সজল কবির চোখ !

অপমান।

ওগো ও,
রাজার রাজা নিখিল-পতি,
বিপুল ধনের অধিকারি!
তোমার মতন অমন হ'লে
বিশ্বে কিনা ক'রতে পারি?

তুমি,
গাছ পুঁতেছ, ফুল ফুটিয়ে ফল বেঁধেছ তাতে,
দিন গড়েছ তেল পুড়িয়ে সূর্য্য আলোটাতে,
মায়ের বুকে দুগ্ধ দিয়ে, খোকার মুখে হাসি;
হাসির পরে কান্না দেছ, মৃত্যু পাশাপাশি!
স্বার্থ তোমার কি?
পারলে, এ মর-বিশ্ব আমি
অমর করেই দি'।
পড়ার ঘরে বই বুজিয়ে ভাবছি ব'সে—হায়!
হ'তেম যদি,—এমন সময় ব'সলো আমার গায়
একটা মশা! বল্‌ল আমায়—"বিপুল-বপু ভাই!
তৃপ্ত আমি, একটী ফোটা রক্ত যদি পাই।"—

লজ্জা নিয়ে রক্ত উঠে গণ্ড বেয়ে কাণে,
সেথায় তারে বস্‌তে বলি মরতে অপমানে!

নির্ভীক।

ওমা! চাইনে অভয়-পদ,
ভব-ভয়ের ভিতর ভাবে
থাক্‌বো গদগদ!
প'র্‌বো শিরে বিবেক-মুকুট গুরুর হাতে গড়ে',
শিখ্‌বো যত, পিছল পথেই আছাড় খেয়ে পড়ে',
বাঁধবো সকল অঙ্গে আমার
প্রেমের পরিচ্ছদ—
ভয়ের ভিতর শান্তি!
তোমার চাইনে অভয়-পদ।

ওমা! চাইনে চরণ-ধূলি—
লুঠ্‌বে না যা' ধন্য হ'য়ে
সবাই পরাণ খুলি।
'বনে'র পথে স্বর্গে যাবেন স্বার্থ-'সাধক' যত!
মর্ত্ত্য কেন থাক্‌বে চির-স্বর্গ-পদানত?
স্বর্গ সেধে বিশ্ব-বুকে
ক'র্‌বে কোলাকুলি—
এম্‌নি ক'রে গ'ড়্‌বো!
তোমার চাইনে চরণ-ধূলি।

মাটি

পায়ের তলায় রাখ্‌বো না আর তোরে—
রাখ্‌বো মাথায় তুলি' ;
এমন নরম, এমন সরম,
কোথায় পাব, ওরে !
তোর সাথে আজি
ক'র্‌বো কোলাকুলি !

তোর পা যদি পাই মাথায় ক'রে লব,
তোর কাণ যদি পাই হাজার কথা কব,
তোর চোখ যদি পাই শুধুই চেয়ে রব,
তৃষ্ণা ক্ষুধা ভুলি,—
পায়ের তলায় রাখবো না আর তোরে
রাখ্‌বো মাথায় তুলি' !
তোর দেহের তরল রক্ত—
রাঙ্গা সর্ব্বজয়ার ঠোঁটে,
তোর প্রাণের গোপন গন্ধ
গোলাপ-পাপ্‌ড়ী বেয়ে ছোটে,
তোর মনের প্রেমানন্দ
সুধা বিলোয় বোঁটে বোঁটে ;

তোর বুকের পরেই হাজার প্রাণের
তৃষ্ণা-ক্ষুধার ঝুলি,—
পায়ের তলায় রাখ্‌বো না আর তোরে
রাখ্‌বো মাথায় তুলি !
তোর রৌদ্রে আমার তৃষ্ণা ওঠে বাড়ি',
তোর বটের ছায়া মিষ্ট লাগে ভারি,
তোর অঙ্গে মাখা দেখ্‌তে যেন পারি
তাঁরই চরণ-ধূলি,
সাধ করে তাই, খোলা ক্ষেতের কোলে
কর্‌তে কোলাকুলি !

দাদার বিবাহে।

প্রণাম জানিনা যে !
খোল গো দুয়ার, খোল গো দুয়ার,
জগতের কবি হে !
আমি প্রণাম জানিনা যে !!

তোমারি চরণ-প্রান্ত চুমি'
পুলকে কাঁপুক হৃদয়-ভূমি,

তবে ত অসাড় পরাণে আমার
তৃপ্তি বুঝি' ল'বে ?
—ওগো জগতের কবি হে !
আমি প্রণাম জানিনা যে !!

ঘুমিয়ে-অসাড় আঙ্গুল ক'টী,
অজানা পরশে চরণ-মাটী
করিয়া চুরি কি বাহাদুরী ?—
কিসের প্রণাম সে ?—
আমি প্রণাম জানিনা যে !
ওগো, জগতের কবি হে !!

দুয়ারে তোমার এসেছি আজ,
দিওনা, দিওনা, দিওনা লাজ ;
দাও গো শিক্ষা, আজি পরীক্ষা
তব মঙ্গল-চরণে,
প্রণাম-পরশ চেতনে।
—আমি প্রণাম জানিনা যে !
ওগো, জগতের কবি হে !!
আজি এ তোমারি "যুগল প্রাণে",
পূর্ণ করেছ কত কি দানে !
আশীষ-বচন দেছে কত জন,
প্রণাম আমার সেখানে ?

—জানি যে কিছু না সে !
ওগো, জগতের কবি হে !!
— তবুও আমার পরাণে আজ
উঠেছে তুফান, হে কবি-রাজ !
প্রণমি' তোমায় শিরায় শিরায়
চেতনা-তড়িৎ বহিয়ে,
সোদর-স্নেহের নব জাগরণ,
তুলিব "সে পদ" ছুঁয়ে—
ওগো, প্রেম-জগতের কবি হে !

নমস্কার

হে সাধক, হে সুন্দর, হে চিত্ত উদার !
হে প্রফুল্ল, কৃতিপুত্র বক্ষে বঙ্গমার !
হে দরিদ্র, জীর্ণ-শীর্ণ নীড় প্রতিভার !
এ দীনের লহ নমস্কার !
ভেবনা এ কৃতজ্ঞের স্বার্থ-আরাধনা,
এ যে হৃদি-ঢেলে-গড়া মুগ্ধ প্রীতিকণা !
হে মহান্, হে নির্ম্মল, হে চির-কুমার !
কত পরপুত্রে ধর বক্ষে আপনার—
তাই আজি কোটী নমস্কার !

নিরবধি সুধাপানে তুমি ছাত্র-কুলে
বিশ্বপ্রেমে দীক্ষা দিতে বাণী-পাদ-মূলে !-
অজ্ঞ আমি বিজ্ঞানের নাহি ধারি ধার,
তবু তব কোলে মম আছে অধিকার—
মুগ্ধ প্রাণে কোটী নমস্কার !

বিজেতা

কেগো তুমি মন মাঝে থাকি'
অভাগারে কর উপহাস ?
জীবনের কত আয়োজনে
কত বার করেছ নিরাশ !
কত সুখ কত শান্তি আসি,
পায়ে ধরে' কেঁদে গেছে মোর ;
লাজে ম্লান, মুখ ঢাকিয়াছি—
উপহাস ওগো কি কঠোর !

হৃদয়ের গোপন দুয়ারে
একা যদি বসি আনমনে ;
চুরি ক'রে, কা'র হাসি রাশি
উঁকি দেয় অতি সঙ্গোপনে ?

ভুলে যদি কভু চেয়ে রই
অনিমেষে সুধাকর-পাশে,
চমকিয়া উঠি যে গো আমি
মন মাঝে তব উপহাসে !

আমার গোপন কথা যত
আঁড়ি পাতি' শুনিয়াছ সব ;
পাছে তুমি আরো শুনে লও
মন মম হয়েছে নীরব !

আমার অজেয় মনটীরে
তুমি শুধু করিয়াছ জয় ;
বিজিত জনেরে লাজ দেওয়া,
বিজেতার উচিত কি হয় ?

এসো তবে, অকপট দ্বার
তব তরে মুক্ত চির দিন.
হে বিজেতা ! বিজিতের প্রাণে
একেবারে হয়ে যাও লীন !
অভাগার মন মাঝে থাকি,
আর নাহি কর উপহাস !
জীবনের নব আয়োজনে
কেন আর করিবে নিরাশ ?

আমার গান।*

আয় ভাই শুনি, কি গান তটিনী কুলু কুলু ধ্বনি গাহিয়া যায় ;
কূলে কেন মিছে, অলস অবশ, দাঁড়ায়ে রয়েছি বধির প্রায় !

সে যেন-কি-এক পুরাতন কথা নূতন করিয়া শুনা'তে চায় ;
আবেশে সুপ্ত শ্রবণে মোদেরি, পশেনা সে সুধা কেনরে হায় !
কহিছে—"কে তোরা অবশ অঙ্গে আছিস্ পড়িয়া, আয়না সঙ্গে,
বিশ্ব যে জন করেছে সৃজন, দেখাবো তাঁহারে, ছুটিয়া আয় ॥"
আয় ভাই শুনি কি গান তটিনী কুলু কুলু ধ্বনি গাহিয়া যায় !
কূলে কেন মিছে অলস অবশ দাঁড়ায়ে রয়েছি বধির প্রায় ?

নাহিকো সেথায় দুঃখ, দৈন্য ; কপট, রুক্ষ ভ্রূকুটী নাই ;
অযাচিত দান করিবে সেজন কৃপা ও করুণা যে যাহা চাই !
আছিস্ কে তোরা ধূলাতে পড়িয়া, ধনী পদতলে মরমে মরিয়া '
আয় সে দেখে যা, কত রাজা প্রজা রয়েছে পড়িয়া তাঁহারি পায়
আয় ভাই শুনি কি গান তটিনী কুলু কুলু ধ্বনি গাহিয়া যায় !
কূলে কেন মিছে, অলস অবশ, দাঁ'ড়ায়ে রয়েছি বধির প্রায় ?

* দৌলতপুর শারদ-সম্মিলনীতে গীত। সুর—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ে
"জননি বঙ্গ-ভাষা, এ জীবনে"—।

প্রার্থনা।

(রাবেয়ার অনুকরণে)

হে মোর বিধাতঃ! করে দাও মোরে নির্ম্মল স্রোত-জল—
তৃষিত কণ্ঠে পীযূষ ঢালিয়া, জনম করি সফল!
ক'রো না আমায় জলদচুম্বী উন্নত গিরি-শির,
করে দাও মোরে তৃষিতের প্রাণ স্বচ্ছ উৎস-নীর।

যেন যষ্টি হইয়া অন্ধ জনেরে আশ্রয় করি দান,
করো না রুক্ষ সেনানীর করে তরবারি খরশাণ;
গলিত জীর্ণ পর্ণকুটীরে তৃণ হয়ে রই যদি,
চাহিনা শোভিতে নৃমণি-মুকুটে উজলিয়া নিরবধি!

করে দাও মোরে রুগ্ন-শিওরে স্বরগ-সঞ্জীবনী—
তোমারি চরণ-পরশ বিলায়ে আপনা ধন্য গণি।
কুসুম-কোমল মানবের প্রাণ বিপথে ভাসাতে কভু,
করো না আমায় মদিরার ধারা ওগো ও জগৎ প্রভু!

তোমারি নামের প্রতি অক্ষরে মিশায়ে রহিব আমি
বিশ্ব জুড়িয়া ধ্বনিতে শুধুই—'হে মোর জগৎ-স্বামি!'

———

প্রণাম।

—(গান)—

প্রণাম যদি করবি রে মন—তাঁরেই প্রণাম কর !—

সে আছে তোর নিজের মাঝে,

খাটিয়ে নে তোর আপন কাজে,

(কেন) পরের কথায় অহং-লাজে মরিস্ নিরন্তর,

তুই তাঁরেই প্রণাম কর।

জাগিয়ে তোর এ প্রাণের ঠাকুর

উঠুক্ প্রাণের পঞ্চমে সুর,

(তোর) সাধন-ক্ষেতেই বাজ্‌বে নুপুর, নাচ্‌বে প্রাণেশ্বর !

তুই তাঁরেই প্রণাম কর।

মানস-সরোবরের কূলে,

বিবেক দারুণ-দারুর মূলে,

(সে যে) 'বংশী' বাজায় হেলে দুলেই—প্রেমিক-ধুরন্ধর,

তুই তাঁরেই প্রণাম কর।

সমাপ্ত।